দৈনিক ইনকিলাব 164

তারিখ 05 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3
২১ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা গ্রহণে মাতৃভাষার গুরুত্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৬ সালের বিএ পরীক্ষায় যে সমস্ত পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে তাদের শতকরা ৭৫ জন এবং এক বিষয়ে রেফার্ড পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৮৫ জন বাংলায় ফেল করেছে। মূল বই না পড়ে নোট বই পড়া এবং মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা কম পড়ার কারণে তারা এত ব্যাপক হারে বাংলায় ফেল করেছে। বলা বাহুল্য মাতৃভাষা বাংলার প্রতি আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম থেকেই একটা সহজ ও অনেকটা হেলার ভাব থাকে। তারা মনে করে এটা মাতৃভাষা, এ ভাষাতে অনায়াসে বলতে ও লিখতে পারি। কাজেই, পরীক্ষার হলে বসে উত্তর লিখে খাতা ভরে ফেলা অসুবিধা হবে না। তাই অন্যান্য বিষয়ের প্রতি পরীক্ষার প্রস্তুতিতে তারা যথেষ্ট সময় নেয়। কিন্তু বাংলাকে রেখে দেয় সব শেষে পড়ার বিষয় হিসেবে অপাংক্তেয় করে।

এখানে প্রশ্ন উঠবে, আইন করে যেখানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কার্যকররূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সেখানে বাংলার প্রতি আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের এহেন অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা কেন? এ শৈথিল্য তো সত্যিই দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক বটে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষার উন্নয়নের হাতিয়ার ও মাধ্যম হিসাবে আমাদের যুব সমাজ যদি মাতৃভাষা বাংলায় জ্ঞান আহরণ করতে না পারে তাহলে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি অবান্তর হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নিজ মাতৃভাষা জ্ঞানে যত নিখুঁত ও প্রখর থাকা যাবে, বিদেশের উন্নত দেশগুলোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান আমাদের দেশে কাজে লাগানো ততই সহজ হবে। এবং বিদেশের লেখাপড়া, চালচলন, জীবন প্রণালী প্রভৃতি আমরা মাতৃভাষার মাধ্যমে নিজ দেশে অতি সহজে প্রয়োগ ও বিকশিত করতে পারি।

প্রশ্ন উঠবে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই তো বিএ ক্লাসেরী ছেলে-মেয়েদেরকে পড়িয়েছেন। তাদের এই ব্যাপক আকারে অকৃতকার্যতার জন্য উক্ত শিক্ষকদের কি কোন দায়-দায়িত্ব নেই? হয় তো সঠিক পদ্ধতি অনুসরণে যথাসময়ে সিলেবাস শেষ করা হয়নি বলেই এই অকৃতকার্যতা। মাতৃভাষার জ্ঞান বৃদ্ধিতে আমাদের অবশ্যই বিশেষ তৎপর হতে হবে। বাংলায় দেশের ষোল আনা সাইন বোর্ড টানিয়েছি এবং দেশের অভ্যন্তরে ভাষার কাজকর্ম সবকিছুই বাংলায় করছি— তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেই চলবে না। গুণগত শক্তিহীন বিরাট সম্পদের সাগররূপী জাহাজও ডুবতে কতক্ষণ! অর্থাৎ আমরা সর্বক্ষেত্রে বাংলা প্রচলনের যে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত কার্যকর করছি তা আমাদের উন্নয়নের পথে না নিয়ে ঘরকুনোই করবে, যদি আমাদের মাতৃভাষার জ্ঞান প্রখর না হয়।

আরো উল্লেখ্য, শুধু আলোচ্য পরীক্ষার ফল থেকেই নয়, এর বাইরেও ব্যাপকভাবে শোনা যায় যে, লিখিত বাংলায় ছাত্র-ছাত্রীরা তুলনামূলকভাবে বেশী দুর্বল থাকে। ফলে, প্রায়ই তারা সে বিষয়ে অধিকহারে অকৃতকার্য হয়। তাই জাতীয় স্বার্থেই বলতে হয়, আমাদের স্কুল, কলেজে বাংলাভাষা শিক্ষাদান কার্যক্রমকে পুনর্বিন্যাস করা একান্ত প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, ছেলেমেয়েরা এখন বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পর্যন্ত অর্জন করতে পারে। অথচ এই ভাষার প্রতিই তাদের প্রবল অনীহা। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অংক, ইংরেজী ও বিজ্ঞানের জন্য গৃহশিক্ষক রাখতে দেখি কিন্তু বাংলার জন্য নয়। যেন বাংলা ভাষা বিষয়ে তারা নিজেরাই পণ্ডিত। বলা প্রয়োজন মাতৃভাষা মায়ের ভাষা, সে মাতৃভাষায় মূর্খ, অশিক্ষিত লোকও কথা বলতে পারে।

কিন্তু পরীক্ষা পাসের জন্য চাই জ্ঞান আহরণের। মাতৃভাষা বাংলাকেও পৃথিবীর অন্য যে কোন ভাষা শিক্ষার মতো অবশ্যই শিখতে হবে। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। অবশ্য উদ্যোগী ও পরিশ্রমী ছাত্রের নিকট বই এর বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারে।

—সিরাজ হক